# তবু স্বপ্ন দেখি

কণিকা পাল চক্রবর্তী

BANGLADARSHAN.COM

# স্মৃতি বালুকা

বালুকার যে বলয় ঘিরে
সমুদ্র ছুঁয়ে যায় পাইনের সুবাস–
ততটুকু স্থান জুড়েই ভালবাসার অবস্থান
আর থাকে যেটুকু বাকি
সে মহাশূন্য–নাম ‘স্মৃতি।’

রোমন্থন সুখ আনে
দুখিনী বধূর হাসিমাখা কান্নার মতো
উথাল-পাতাল সমুদ্র
বুকে নিয়ে ফেরে সময় পরিধি ব্যাপ্ত
বালুকার তীব্র লবনাক্ত জ্বালা
মরু প্রান্তরে ফেরে বিষণ্ণ সন্ধ্যার ক্রন্দন...।

BANGLADARSHAN.COM

মহাকাশ শাশ্বত
হৃদয়ের কোটা হতে ছুঁড়ে দেয়
মুঠো মুঠো বালুকার রাশি।
ওঠে ঘূর্ণিঝড়।

প্রিয় নির্ঝরিণী
একটু শিশির এনো
মরুতৃষা...হয়নি নিবারণ,
জলদ তৃপ্ত হলে সঙ্গম শেষে
পৃথিবীর মরুভূমি লুপ্ত হবে জেনো
প্রবল ধারার বর্ষণে।

# বর্ষা

বর্ষা ছিলে বৈশাখেরই
তপ্ত শুষ্ক চোখের তারায়
বর্ষা এলে নিঝুম বুকে
পাথরচাপা গভীর ভাষায়।

বর্ষা তুমি ক্ষণস্থায়ী
মাতৃজঠরে ভ্রূণের আশ্বাস
বর্ষা তোমার আগমনে
প্রকৃতি সব ক্লান্তি হারায়।

মেঘের বুকের গোপন কোণে
যেদিন শিশির বৃষ্টি ঝরায়
বর্ষা তুমি বাজিয়ে বিষাণ
প্লাবন আনো মরুর তৃষায়।

BANGLADARSHAN.COM

বর্ষা তোমার স্নিগ্ধ বন্য গন্ধে
আকাশ হারায় সব ম্লানিমা
বর্ষা আমায় পাগল করে
নতুন সুরে, ছন্দে, মায়ায়।

# যদি এমন হয়

বাদল ছিল দীঘল দুটি চোখের
কাজল কালো অবিশ্বাসী রেখায়
হারিয়ে যাওয়া রামধনু সেই রঙে
তোমার সাথে হঠাৎ হল দেখা।

বৃষ্টি তখন নামল ঝিরিঝিরি
মাটির বুকে গভীর গোপন ক্ষত
কদম, শিমুল, জুঁইয়ের নিঃশ্বাস ছুঁয়ে
ধীরে ক্রমে ভরলো অবিরত।

সমান্তরাল দুইটি ধারার মিলন
হয় না কখনও জানে না আজও ধরা
মেলে যদি গো ভাসবে সুখে পৃথা
তৃপ্ত হবে তপ্ত হৃদয় জরা।

BANGLADARSHAN.COM

# এপার ওপারের কথা

মেঘের বুকেতে মেঘ জমে গেল
বাতাস দিল না দোলা
যেতে যেতে তাই থেমে গেল পথে
খেয়াখানি পালতোলা।

এপারে জেগেছে জোয়ারের পালা
ওপারখানি নিস্তব্ধ
নদী বয়ে যায় মোহনার দিকে
তরঙ্গহীন পলিবদ্ধ।

এপার ভেবেছে ওপারের টানে
নদী হল পরিপূর্ণ
ওপার ভেবেছে সবই তো এপারে
তাই এপার শূন্য।

BANGLADARSHAN.COM

এপারে ওপারে টানাটানি তাই
নদীবুকে জাগে চর
নিস্তরঙ্গ নদীখানি ভাবে
আসবে কবে সে ঝড়।

এপার ওপার দুই পার ভেঙে
মাতাবে নদীরে স্রোতে
উচ্ছল নদী গতি ফিরে পাবে
চলবে সাগর পথে।

# এসো, আজ একটু গল্প করি

সকাল দশটা কুড়ি
প্ল্যাটফর্ম বেয়ে চলে অবিরাম
ভাবহীন জীবন্ত মৃতের মিছিল।

মাঝে কিছু ব্যতিক্রমী
হাসি, চাওয়া, কথা
রোবট মিছিলে লাগে প্রাণের স্পন্দন,
মানুষের হৃদপিন্ড ধুক ধুক করে
বেঁচে থাকে।

সন্ধ্যা নামে–
ক্লান্ত মিছিলের ঢল
ফিরে চলে পথে পথে।

BANGLADARSHAN.COM

দিনগত পাপক্ষয়,
বোঝা নিয়ে কাঁধে
অবিরত গুনে চলে প্রহরের সারি।
বাজতে ঘণ্টা,
আরও কত আছে দেরি?

ভোর হয়ে এলো
আড়মোড়া ভেঙে ওঠে
আদুরে সকাল।

মানুষ তৈরি, পরে নেয় মিছিলের সাজ
তবু ডাকে সোনারোদ, সবুজ সমারোহ
অজানা ফুলের গন্ধ, মাতাল বাতাস–
আজ নয় নাই গেলে মিছিলের সাথে।

কতদিন হাসিনি, কথা বলিনি,
পড়িনি ঘাসের বুকে শিশিরের কথা
এসো, আজ একটু গল্প করি।

# নিভা

বাঁধলে কিসে, শ্যামল তন্বী
অধরা নারীর সেই হাসিকে?
নিঝুম বুকে মুখর স্রোতে বইছিল তার স্রোতস্বিনী
মাতাল রাকার হঠাৎ ঝলক
এক নিমেষেই উপড়ে আনে নদীর হৃদয়।

স্রোতস্বিনীর ঘূর্ণি ঝড়ে–
বাড়তে বাড়তে ছড়িয়ে পড়ে ঘূর্ণিবার্তা
অসীম পানেই সে আজ দেবে পাড়ি।

বাঁধব বিহীন বন্ধনে আজ টান লেগেছে;
বিধাতার লাটাই ধরা হাতের সুতোয় আমরা ঘুড়ি
ঘুরতে ঘুরতে আছড়ে পড়ি মাটির বুকেই।

BANGLADARSHAN.COM

হয়তো কখনও নদীর ক্ষণিক
উতলা বাতাসে ভাসিয়ে ডানা
নীল আকাশে পাখির সাথেই ঝগড়া করি।

মুক্তি যে হায় সব স্তরেতেই কল্পনা এক অলীক
তবু স্বপ্ন দেখি-মুক্তি খুঁজি;
বাঁধন হারা বন্ধনেতেই মুক্তি সবার লুকিয়ে আছে
আজ জেনেছি।

# এসো, আজ নতুন সকালে

এসো আজ নতুন সকালে
চলো একটু বেড়িয়ে আসি।

এসো, একটু সবুজ ঘাসের গন্ধ মাখি
সারাদিন রোদ্দুরে, উদ্দাম উচ্ছ্বাসে
এসো ভেসে বেড়াই হাল্কা মেঘ হয়ে।

কাল কিংবা পরশু,
হয়তো আসবে বুকে যাযাবর পাখি হয়ে
কিছু নীল ব্যথা।

আকাশ ঢাকবে মেঘে,
ভরবে বাতাস
না বলা কথার ভিড়ে
কাঁপবে পৃথিবী
ডুকরে উঠবে কেঁদে
আশার শিশুরা
অসহায় বুকের নিভৃতে।

তার আগেই চলো,
একছুটে চলে যাই
কৈশোরের প্রেমে।

কুড়িয়ে কোঁচড় ভরে আনি সেইক্ষণ...
মূল্যহীন দলিত যে পায়ের তলায়
প্রতিহিংসায় গড়ল সে পরম মমতায়
আজকের অযাচিত তোমায়-আমায়।

বর্ণ-গন্ধহীন এই বাঁধন
দাও ফেলে–এসো,
যাই দীঘির পাড়েতে।

BANGLADARSHAN.COM

বকুল ছায়ায় বসে, সরসীর নীরে
ভাসাবো যা স্মৃতি আছে।

পিছুটানহীন সমব্যথী হই, এসো
বকুলে অঞ্জলি ভরে
শ্রদ্ধা জানাই সেই প্রেমকে
অকাল প্রয়াণে যার
আমরা মর্মাহত।

বন্ধুতার রাখি বাঁধি
দুজনার হাতে,
এসো আজ নতুন সকালে।

BANGLADARSHAN.COM

# ভুল ভাবনা

ভেবেছিলাম,
আর একাকি যেতে হবে না বনে।

ভেবেছিলাম
নিওনের আলো দেখে,
ভোর এলো দিন নিয়ে।

ভেবেছিলাম, একটি পথ খুঁজতে
কষ্ট হবে না,
আকাশে প্রদীপ তো জ্বলছেই।

ভুলেছিমাল,
ভোর রাত্রিকেও ডেকে আনে।
তার চলার শ্লথ গতি,
তার নাম লেখে বিলম্বিত লয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

এতো ভাবনার মাঝে ভুলে,
পথ গেল হারিয়ে
অরণ্য থেকে
অরণ্যের পথে পাড়ি দিলাম।

# স্পন্দন যদি থামে

স্পন্দিতের চিরকালীন কামনা স্পন্দন।
সে যদি যায় থেমে,
প্রকৃতি আর হাসে কি,
নাদ কি হয় ধ্বনিত?
হৃদয়, আর কথা বলে কি?

রিক্ততায় ভরে যায় কাগজের বুক।
কলম?—আর আঁচড় কাটে না,
চারিদিকে নিথর, নিঃস্পন্দ পৃথিবী
অপেক্ষার বীজ বোনে—
কবে এক নতুন স্পন্দনের তাড়নায়
স্পন্দিত হয়ে জাগবে সে,
ভেঙে ফেলবে স্তব্ধতা।

BANGLADARSHAN.COM

অলস জড়তার প্রাচীর আর
আপন সৃষ্টির সুখেতে
সে রইবে আপনি মেতে।

# কন্দর্প ও নারী

শুরুটা ভালই করেছিলে।
বেশ লাগছিল জানো,
তোমার ‘বেচারা’ গোছের মুখোশ
আর শয়তানিটা।

কত সুর আর নাদ-অনাদি
দেখালে আমায়;
বোঝালে অনেক ইস্‌থেটিক্স।
তবে একটা কথা ভুলে গিয়েছিলে
(রিহার্সালে ছিল হয়তো বা ফাঁকি!)
তোমার মত আহাম্মকদেরও
ধারণ করে নারী-ই।
নাড়ী কাটলেও তাই
তোমরা তার সচেতন অস্তিত্ব থেকে
বিচ্ছিন্ন নও।

BANGLADARSHAN.COM

এভাবেই আমাদের সবার উৎস
এক ও অভিন্ন।
তোমার চিন্তার স্রোতে বয়
সেই মহাসমুদ্রেরই ধারা
অজান্তে যার নদীতে একটিও
ঢেউ ওঠে না।

তবু নারী তোমাদের ক্ষমা করে
অনন্তকাল ধরে।
অন্নদা ভিক্ষা দেয়
আর তোমরা তাকে অধিকার মনে করে
পৃথিবীতে পদানত করতে চাও।

# আমায় মহীরুহ হতে হয়

আমায় মহীরুহ হতে হয়।
উনিশে পায়ের পাতা ভিজেছিল
বৃষ্টির জলে
তাই আমায় মহীরুহ হতে হল।

কত পাখ-পাখালির গান শুনলাম,
কত নতুন প্রেমের জন্ম দিলাম
গভীর কোটরে

যখন দখিনা হাওয়ায়
মা হারা শিশুরা
জড়িয়ে ধরল নির্ভরতায়
আমি মহীরুহ হলাম।

BANGLADARSHAN.COM

না ফোটা ফুলের কুড়িরা
যখন ঝরল ধুলোয়
যখন আকাশ তাপে শুষ্ক ভীষণ
যখন ঘুমন্ত আলোর স্বপ্ন
দুহাত বাড়িয়ে ডাকল...
তখন বুঝলাম–
কেন নারীকে মহীরুহ হতে হয়।

# অতনু রায়

অতনু রায়
কেউকেটা কেউ নয়।
নয় কোনও সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহাশয়
সমাজের চোখে দাগী সে
মাতাল, জুয়াড়ী, দেনা-দায়ে জর্জরিত
আত্মঘাতী এক মানুষ।

তার জন্য চোখের জল
অপব্যয় মাত্র
তার মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানে
কারও নেই দায়।

কিন্তু অতনু রায়–
চোখে স্বপ্ন ছিল,
হৃদয়ে নাব্যতা ছিল,
ওকালতি পাশ করে
নীল আকাশে ধ্রুবতারা হওয়ার
উদ্যম ও সাহস ছিল।

এলো দিল্লির বনলতা সেন,
বাহু বল্লরীর ভাঁজে অতনু
বন্দী হল আক্ষরিক অর্থেই–
ঋণ জালে আবদ্ধ হওয়া
এর পরের গল্প।

শহরের বনলতা আষ্টে পৃষ্টে
জড়িয়ে তাকে
একে একে গ্রাস করল
তার বাড়ি, গাড়ি, সবকিছু।
শেষে তার বিখ্যাত কেশপাশে

BANGLADARSHAN.COM

এলিয়ে পড়ল একদিন
অতনুর নিথর, নিস্পন্দ দেহ।

তার পরিবার থেকে এলো না
কোনই প্রতিবাদ–
সে যে জেনুইন ভদ্রলোক নয়।
তার মৃত্যুতেও তাই সকলের
মাথা হেঁট হয়,
প্রশাসনিক প্রক্রিয়া প্রহসন হল।

অতনু আমার কেউ নয়,
নয় আমার পরিবারের সদস্য।

তবু সে কি আমাদের
সবার কেউ নয়?
তার স্মরণে কাগজের বুকে
আঁকিবুকি কাটি
দু'কানে আমার অহোরাত্র বাজে
একটি মেয়ের অসহায় হাহাকার–
'আমার মামাকে মেরে ফেললো!'

BANGLADARSHAN.COM

# অনন্যা

রণিতা সেন–
শ্যামলী-বিমানের ভালবাসার প্রথম স্বীকৃতি।

বুদ্ধিমতী চতুদর্শী সরকারি মহাফেজ খানার
পঞ্চম সোপানে পা রেখেই
প্রয়োজনের রসদ যোগাতে
সমাজের যাঁতাকলে শহীদ হল।

কিন্তু মনের নিভৃতে স্বপ্নের বাঁশি
এখনও সুর তুলে চলেছে।

দুচোখে আলোর ঝিলিক
মরেনি এখনও।

BANGLADARSHAN.COM

সে বড় হবে–
নিরলস শ্রমের বিনিময়ে
যে ‘মাসি’ রণিতার অন্ন জুগিয়ে
তার বুকের পাঁজরে
স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রেখেছে
সে তার পিতামাতার ঈশ্বর।

তীব্র শোষণের নিষ্পেষণে
ক্রমে রণিতা বুঝলো
কিভাবে তার মায়ের
অসহায়, নিরুপায় ইচ্ছা
আত্মসমর্পণ করেছে সময়ের কাছে।

রণিতা প্রশ্ন করতে শেখে,
প্রতিবাদ করতে শেখে,
দাবি রাখতে শেখে।

পরিণামে শ্যামলী জানায়
ও আর পড়াশুনা করবে না

কারণ আশ্রয়হীন হলে
শ্যামলীর পক্ষে
তার অন্ন যোগানো অসম্ভব।

রণিতার করুণ মুখটা মনে পড়ে,
আমি ধৈর্য রাখি,
তার স্বপ্ন ডানা মেলবেই
বিশ্বাস করি-সে অনন্যা।

BANGLADARSHAN.COM

# যদি চোখ মেলে দেখি

কোনও এক ভোরে
যদি চোখ মেলে দেখি–
পুব আকাশের কোণে দীপ জ্বলে নি
পাখির কূজনতানে রাত জাগে নি
ফুল ফোটেনি, বাতাস কথা বলে নি–
মাধবী বিতানে লতা বাহু মেলে নি
অলি তার কানে কানে সুর ঢালে নি।
অভিমানে মেঘ আকাশে পাল তোলে নি
নদী পথ চলে নি
সাগরে ঢেউ ওঠে নি!

যদি চোখ মেলে দেখি
পৃথিবী কালের কবরে
পড়েছে ঢলে–
বিশ্ব অগ্নিময়, জীবন জ্বলে।
পারো যদি ভালোবেসে
রোধ করো এই ক্ষয়
ধ্বংসের শেষ হবে
সৃষ্টির হবে জয়।

পৃথিবী কখনও এমন
ভোর দেখেনি
যেদিন দীপ জ্বলে নি
এই আকাশ সুরে ভরে নি
পুব আকাশের কোণে
দীপ জ্বলে নি।

BANGLADARSHAN.COM

# বৃষ্টি

বৃষ্টি, আমার চোখের কাজল ধুয়ে যা
বৃষ্টি, আমার ভেজা মনের সবকটা কোণ ছুঁয়ে যা।

বৃষ্টি, আমার দূরের মাঠের একটি কোণে নামিস না
যেথায় ঝরছে অশ্রু—কেন সে কি জানিস না?

বৃষ্টি আমার আকাশ জোড়া মেঘের বুকে পাল তোলে
ছোট্ট একটা স্বপ্ন, শুধু দুহাত বাড়ায়, পল গোনে;
বৃষ্টি আমার দুখের ঘরের দুয়ার আগল ভাঙিস না।
সুখের কাঁটা উঠোন জোড়া, তোর চলার ছন্দে মাড়াস না।

বৃষ্টি আমার বুকের পাঁজর গুঁড়িয়ে দেওয়া বজ্র আন
আঘাতে যার ভাঙবে পাষাণ, নিষ্ঠুর সেই কালের প্রাণ
দূরে যেথায় কালের ছোঁয়ায়, কাঁপল আকাশ আর পৃথা
আয়রে বৃষ্টি ঝমঝমিয়ে সেইখানে, ভেঙে সব দ্বিধা।

BANGLADARSHAN.COM

# নিবিড় নিস্তব্ধতার মাঝে

নিবিড় নিস্তব্ধতার মাঝে
যেদিন অশান্ত অনুভূতি
আলিঙ্গন করল তোমায়
সেদিন পৃথিবীর সব শাশ্বত সত্য
নতুন অর্থময়তায় বিস্মিত করল
শান্তির নবীন দ্বার উন্মোচিত হল
প্রভাতের কোমল আবির্ভাবে।

অনেক রাত্রির যন্ত্রণায় কেঁদে
তমিশ্রা হারিয়েছে বারবার
এবার যাবে সে নিরুদ্দেশে।
গভীর প্রশান্তিতে ছেয়ে যায়
তার মরুবিষণ্ণ মন,
স্নিগ্ধ, প্রসন্ন তার অন্তরাত্মা
সে আবিষ্কার করে নতুন উপত্যকা।
বিশ্বের জাগ্রত সত্তার মোহে
আর আবর্তিত হবে না বিমল হৃদয়
নিস্তরঙ্গ, শান্ত সে আজ
সমাহিত সাগরের বুকে।

তবু চিত্রকর,
তোমার তুলির টানে
কেঁপে ওঠে কখনওবা অটল হিমালয়–
সময় অববাহিকায় আজ প্রাত্যাহিক জীবনের যত অভ্যেস
তাকে মুক্ত করো,
ভালোবাসার বিদীর্ণ মায়াজাল হতে।

BANGLADARSHAN.COM

# তারপর

ভোরের শিশির মেখে
একমুঠো শিউলিতে অঞ্জলি ভরেছিলাম
নিজেরই অজানা এক স্বপ্নের নামে,
সমগ্র কৈশোর বেয়ে নেমেছিল সে
তারুণ্যের প্রথম পলকে।

তারপর–
একদিন ভিজে গেল
স্বপ্নে ধোয়ানো দুটি চোখের পলক,
ভেজা মাটি, আকাশের নীল
অবাক চোখের কোল
ঢেকে গেল মেঘে আর জলে।

BANGLADARSHAN.COM

তারপর–
বালি ঢেকে দিল দুচোখের তট
সাগর হারিয়ে গেল মরুভূমির মাঝে।

তারপর–
দীর্ঘপথ হেঁটে চলি অরণ্যের ছায়ে
ক্ষণে ক্ষণে ইতিহাস জীবন পাতায়
প্রাণপন হাতড়াই খড়কুটো যত
শ্যাওলায় পিচ্ছিল পথে পড়ে যাই
ফের উঠে যাই সামলে জীবন,
বুকের ভিতরে শুনি ভীত ধুক্ ধুক্
হৃদপিন্ড বেজে চলে দিয়ে শেষ ডাক–।

তারপর একদিন হঠাৎ অবাক
দেবশিশু হাত ধরে দিল এক টান
চকিতে ভাঙল ঘুম, নেমে এলো ঢল
বুকের পাঁজর ভেঙে, অতীব শীতল
ছারখার চারিদিক ধ্বংস বিপুল

তার মাঝে খুঁজে চলি নিরন্তর একা
আমার হারানো আমি কত অসহায়।

বিদ্যুৎ খেলে যায় হৃদয়ের কোণে
তারই আলো আলেয়ার পথ আটকায়
খুঁজে ফিরি হৃদয়ের কোণে সেই দ্বার
যেখানে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টির ঢল
খুঁজে পেয়েছিল মাটি কুর্চির সুবাস
ভেসে গেল মরুভূমি দুচোখের জলে,
ফিরে এলো ভেজা মাটি, শিউলির ঘ্রাণ
তোমার প্রথম চুম্বনে।

BANGLADARSHAN.COM

# তুমি

তুমি, হ্যাঁ তুমি
বসন্তে ঝড় দেখেছো কখনও?
শুনেছ কি কান পেতে তার উন্মাদ হাসি?
অনুভব করেছ কি ঝরাপাতার অভিশাপ?
ছুঁয়েছ কি ফুলের সে মধুমাখা কান্নার স্মৃতি?

তুমি প্রেমিক!
তোমার শোনা উচিত ছিল ফুলের বুকের হাহাকার
কিন্তু ভ্রমর তাকে নিয়ে গেল।

তুমি গীতিকার–
তুমি জানতে কেমন করে বসন্তের ঝোড়ো কথা লিপিবদ্ধ করে;
কিন্তু ঋতু পরিবর্তন তার কণ্ঠরুদ্ধ করে দিল।

তুমি শিল্পী–
তুমিই পারতে পাতার অভিশাপ সুরে গেঁথে নিতে;
কিন্তু বাতাস তাকে বুকে ধরে রাখলো।

BANGLADARSHAN.COM

আর তুমি?
আপন খামখেয়ালিপনায় পথ চলে
প্রকৃতির দেওয়া এতগুলি বসন্ত হারিয়ে,
হৃদয়ের বসন্ত হারাতে চলেছ।
ঝরাতে চলেছ সময় পেরিয়ে পাওয়া
সর্বকালের অমূল্য রত্নটি,
আপন হৃদয়ের মিথ্যা গরিমায়।
যখন বসন্ত আর ঝড় তুলবে না, হাসবে না–
ঝরা পাতা আর দেবে না অভিশাপ
ফুল আর বইবে না কান্নার বোঝা,
তুমি উঠবে জেগে,
তখন হিসাব মেলাও যদি জীবনের খাতায়
অনুভব করবে শেষপ্রান্তে এসে
জীবনের স্থিতি-পত্রে কি তুমি হারিয়েছ।

# মহাপ্রস্থান

ভোরে কুয়াশা মেখে স্বপ্নেরা হেঁটে যায়
দু একটা কচি-কাঁচা দুরন্ত উচ্ছ্বাসে
ছুটে চলে যায় দেখো জ্ঞানবৃক্ষেরই পাশে।

ইতিহাস মানে না সে, পণ করে
কালের পতাকাতলে থাকবে না
ভুলে যায়, অতীত না থাকলে
আজ আর আসে না
বর্তমানের কাঁধেই চড়ে ফের আসে কাল
অনন্তকালের তরে।

স্বপ্নেরই সওদাগিরি ঘর থেকে কেড়ে আনে
অনেক তরুণ মন
স্বপ্নের হাটে চলে কেনা-বেচা।

BANGLADARSHAN.COM

মূল্য ভরতে চলে আরও কত স্বপ্নের বলিদান
আমি চেয়ে চেয়ে দেখি, বুঝি না কে আমার–
কোন স্বপ্নের জেরে করে চলি
নিরন্তর স্বপ্নের আবাদ
দেখি চেয়ে স্বপ্ন হারিয়ে যায়
মহালকাল রথে চড়ে চিরতরে।

# সেদিনটা মনে পড়ে

সেদিনটা মনে পড়ে–
কলেজ ফেরত সন্ধ্যা, তুমি আর আমি।
মাঝে একরাশ অন্ধকারের ঝুরি
শিউলির গন্ধ নিয়ে হিমেল হাওয়া
উষ্ণতায় ভরে দিল তোমায়-আমায়।

প্রথম স্পর্শে তোমার,
ছিল আমাকে চিনতে চাওয়ার
অসীম আকাঙ্ক্ষা।
আমার ছিল অনেক কথা বলার
অনেক কিছু শোনার, আশ্বস্ত হওয়ার
তোমার সান্নিধ্যে।

BANGLADARSHAN.COM

আবেশে ভরেনি মন তোমার ছোঁয়ায়
জীবনভর চলে তাই শুধু খুঁজে ফেরা,
অদেখা স্বপ্ন যত, আশ্বস্তি, অনুরাগ।

সেদিনটা মনে পড়ে–
দেড় ঘণ্টায় পার হই সপ্তসাগর
স্বীকৃতি ছিল আমার, সম্মতিও ছিল,
ছিল অজানা জগৎ দেখার অসীম কৌতূহল।

তারপর ঝরে গেল সব
হলুদ পাখির ডানার পালকগুলি
বন্দী হল সে জীবনের খাঁচায়
সেদিনটা ছিল শুধুই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের দিন
অনেক পথ পার হয়ে জীবন পারঙ্গম হল।
কিছু সুখ, কিছু অনুভূতি এলোমেলো
কিন্তু কোথাও বেজেছে অনুক্ষণ
না পাওয়া সুরের অনুরণন ধ্বনি।
আসলে, এসবই শুধুই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের দিন।

সেদিনটা মনে পড়ে–
ম্যারেজ অফিসে জমা নোটিশের পাতা
পেছনে ভয়ের তাড়া
কলেজ পালিয়ে আসা ছাব্বিশে এপ্রিল।

আইন হাত বাড়ালো দুজনার দিকে।
সেদিনও পাখি খাঁচায় ছটফট করেছিল
তারপর ঘনালো মেঘ, বইলো হাওয়া জোরে
আকাশে তার কত ছন্দে, নানা রঙের খেলা
প্রতিদিন আমি পরিচিত হই নিজেরই সাথে
অনভিজ্ঞ আর অকল্পনীয় ভাবনায় নতুন করে।

সেদিনটা মনে পড়ে–
যেদিন নিজেরই দিকে হঠাৎ চেয়ে দেখি
কখন গল্পকথা হয়ে গেছি নিজেরই কাছে
ঠিকানা হারিয়ে গেছে কত শত বার
তবু নিজের কাছেই ধরা পড়েছি আবার।

BANGLADARSHAN.COM

# রজনীগন্ধা

পলাশ আপন অঙ্গশোভায় মন রাঙালো
কামিনীর সুবাস তোমায় করলো আকুল
মহুয়ার নেশায় তোমার মাতাল হিয়া
বকুলের গন্ধে আবার পথ হারালো।

কাশের বনে বাতাস খেলে লুকোচুরি
কুর্চি ফুলের সুবাস খোঁজে একটু মাটি
রজনীগন্ধা রাতের আকাশ মুখর করে স্তোত্রপাঠে
ব্যথা তার একটু যদি বুঝতে কবি!

নেই তার চতুর মুখর রঙের বাহার
সময় বাতাস সুগন্ধ তার এড়িয়ে চলে
বেদুইন কবির চরণ-স্পর্শ পেতে
শুভ্রতায় পুজোর ডালি সাজিয়ে তোলে।

BANGLADARSHAN.COM

কবি, তুমি অবুঝ মনের খুঁজতে ভাষা
দেশান্তরে বেড়াও শুধুই হতাশ করে
পর্যটনের ক্লান্তি যখন করবে বিবশ
দেখবে প্রিয়া রজনীগন্ধা দাঁড়িয়ে আছে।

দিনভর চুপিচুপি আলোর রেণু
ভরেছে সে আপন হৃদয় গর্ভাগারে
সূর্য যখন শ্রান্ত হয়ে পৃথার বুকে রাখবে মাথা
বিশ্ব যখন জাগবে নতুন কল্পগাঁথায়।

# স্বাধীনতা

স্বাধীনতা মানে কি রক্তের বিনিময়ে
সময় প্রাসাদ জুড়ে ব্যর্থতা?
স্বাধীনতা মানে কি নিত্য নব উপায়ে
মৃত্যুর উল্লাস বারতা?

স্বাধীনতা মানে কি বীর প্রসবিনী মায়ের
কান্না জড়ানো স্মৃতি মেদুরতা?
স্বাধীনতা মানে কি পরাধীন ভাবনার বিকাশ ঘটানো?
হায় স্বাধীনতা!

স্বাধীনতা মানে কি একটি বিশেষ দিনে
সব গ্লানি ভুলে বীর-গাথা গাওয়া?
স্বাধীনতা মানে কি একটি দিনেরই স্মৃতি,
হঠাৎ হাওয়ায় ভাসা কোনও আশা?

BANGLADARSHAN.COM

শত শপথের পথে কত শপথ চলেছে বয়ে
স্বপ্নের ফেরি নিয়ে স্বাধীনতা
সব মুশকিল আসানের চাবিই কি মেলে
এই একটি দিনে?

শহীদ বেদীতে আজ নির্বাক ছবি যাঁরা
তাদের অশ্রুতে ঝরে স্বাধীনতা।
না ফোটা ফুলের কত স্বপ্ন হৃদয়ে নিয়ে
মরমে মরেছে আজ–স্বাধীনতা।

ওগো স্বাধীনতা, তুমি কোন দেশে রও?
কেমন তোমার বেশ?
আমরা স্বাধীন দেশে বন্দী সবাই
শান্তির নেই রেশ!

অন্যায় প্রতিরোধে প্রতিবাদী হৃদয়ের
বন্ধনে জন্মায় স্বাধীনতা

চিরশান্তির সন্ধানে অশান্তি আসে যেথা
সেইখানে বেড়ে ওঠে স্বাধীনতা।

সমাজ প্রগতিশীল, সময়ের রথে চড়ে
উন্নত সংস্কৃতি স্বাধীনতা
আমাদের দায় তাকে যত্নে লালন করা
জীবন মরণ, প্রিয় স্বাধীনতা।

BANGLADARSHAN.COM

# কাজল রাতের অনুভূতি

স্পষ্ট মুখর ছিল কাজল রাতের অনুভূতি
মেঘের কোথাও রেশ ছিল না,
ঝিরিঝিরি বাতাস ছিল
নিশুত রাতে তারার সাথী
অগ্নিকুণ্ড জ্বলল কোথাও,
ধুম হলো না।

মুখর স্রোতে হারিয়ে গেলাম
ভাবের মাঝে কোথায় যেন
ঘুম হল না।
পিয়াল বনে অশ্বত্থ চারা?
বৃক্ষরোপণ স্তব্ধ হল,
প্রকৃতির হৃদয়ে আজ ঝড় উঠেছে
তবু উঠল না হাত শ্লোগান দিতে;
কণ্ঠে ছুটল না সুর–
কোন বেয়াড়া এমন করে বিঘ্ন ঘটাস্?

ভাঙব সমাজ, সব অবিচার যুদ্ধ করে
আজ পণ করেছি–
এমন সময় বাজল বাঁশি
সব প্রত্যয় পড়ল ভেঙে,
রাধার মতো, ফণীর মতো।

বিষের নেশায় পাগল পরান উঠল কেঁপে,
ছুটল, যেথায় বাজছে বাঁশি
ডাকছে শুধুই–বন্ধু ওরে,
আয় রে কাছে;
হিংসা বিবাদ সব ভুলে যা
কতই তো জল বয়ে যায় নদীর বুকে
ভাসিয়ে দে সব, মৈত্রীর ভেলায় করে।

BANGLADARSHAN.COM

সব ফেলে দে
ভেসে যা নদীর সাথে, সুরের মাঝে
রাতভর তারার শুধুই বৃষ্টি হল, দৃষ্টি মাঝে
ঘুম হল না।

BANGLADARSHAN.COM

# পরিচয়

যদি বলি ভালোবাসি, কম বলা হয়
ফুলের সুবাস থাকেই, থাকবে এ চিরন্তন
অনাদিকালের সময়কে সুষ্ঠু, সূক্ষ্মভাবে মেপে রাখার এ এক
অভিনব উপায়।

কিছু কথা রাখে, কিছু সুর
আর সব কিছুর অস্তিত্ব স্মৃতিতে–
ধূমকেতুর মত আশ্চর্য কিছু নয় সে
অবাক করে না, রেশ থাকে না অনিশ্চয়তার
অনিশ্চয়তাই প্রেম; নিশ্চয়তায় তার মুক্তি, মৃত্যু।

মৃত্যু খুঁজতে বেরোয় নতুন আশ্রয়
নতুন অবয়ব, নতুন মন–আবার নতুন করে জন্ম নেবে বলে
'ঘৃণা করি' বললেই এক পাল ধূমকেতু হানা দেয়
শয়নে, স্বপনে, জাগরণে উল্কাপাতের মত অনুভূতির সৃষ্টি
হয় নানা রঙে।

BANGLADARSHAN.COM

একটু ব্যথায় আরো ভালোলাগা নিবিড় হয়
সূক্ষ্ম আনন্দও থাকে কোন খানে লুকিয়ে।
সেই আনন্দ খুঁজতেই খুঁড়ি নিজেকে, ক্ষতবিক্ষত করি,
উত্তপ্ত লাভার মতো, যন্ত্রণা গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে
কথায়-সুরে-ভাবে প্রতিনিয়ত কবিতার,
সঙ্গীতের নতুন পরিচয় সৃষ্টি হয়;
যাকে দেখে বড়ো প্রিয়, বড়ো চেনা মনে হয়।

তাকে শুধাই–আমাদের কি আগে কোথাও দেখা হয়েছে?

# সৃষ্টি

বন্ধু, মশালগুলি দে জ্বালিয়ে
প্রজাপতির আশীষ মাখা হাতের ছোঁয়ায়
তপনের প্রখর তেজ আজ অস্তমিত
চোখের জলে ভাসছে আজি আকাশ-বাতাস
ভূধরের সব কাহিনী এরই মাঝে জড়িয়ে আছে।

বন্ধু, মশালগুলি দে জ্বালিয়ে
ছড়িয়ে আছে আভাসে যা চোখের তারায়
দিগন্তের ওই সিঁদুর রঙা ছেঁড়া মেঘে–
খোলা খাতার নীরবতা একটি ফোঁটা চোখের জলে
কৃতজ্ঞতায় নীরব হাসে।

বন্ধু, মশালগুলি দে জ্বালিয়ে
আঁধারের ভিন্নতা, আজ নতুন করে
আঁধার বুকে আঁকলো ছবি আলোর ছোঁয়ায়
অমল, অমর, নতুন জীবনের প্রত্যাশাতে।

BANGLADARSHAN.COM

# তপস্বী

ওই ফাগ লেগেছে দিগাঙ্গণে
মুখ তুলেছে দিক্‌বধূরা
অহল্যারও ঘুম ভেঙেছে
তোমারই শুধু টুটলো না নিদ্‌
জাগল না সাধ এই ভুবনের
সকল শোভায় মন ভরাতে?

দেখো, কেমন আবিরমাখা স্নিগ্ধ ঊষায়
শিউলিগুলি টুপটুপিয়ে পড়ছে ঘাসে
বনানীর ঘুম ভেঙেছে পাখির কূজন কাকলিতে।

ধরণী মেললো আঁখি
মাতৃক্রোড়ে সুপ্ত শিশুর ঘুম জড়ানো আধো বলে
চলল কৃষক লাঙল কাঁধে,
দূরের মাঠে সেই ডাকেরই সাড়া দিতে।

BANGLADARSHAN.COM

জাগো–
দেখো বিশ্ব সকল তোমার পানেই রয়েছে চেয়ে
যে জ্ঞানের অন্বেষণে জীবন হতে চোখ ফেরালে
সে জ্ঞানেরই আলোকছটা বিশ্বপ্রাণে ছড়িয়ে আছে।

# চিঠি

কেমন আছো মৃণাল, ভালো তো?
বেশ লাগছে তোমায়
নীল পেড়ে বিষ্ণুপুরী সাদা তাঁতে।
সেদিনও তুমি এমনই শাড়ি পরেছিলে–
মেঘের মতো চুল তোমার বাঁধা ছিল এলো খোঁপায়,
শিমুল গাছের গোড়ায় ঠেস দিয়ে
এক বুক আকাশ নিয়ে
আমায় বলেছিলে তার কথা–যার চাওয়ায়
নেপচুনে বাস করতেও তোমার আপত্তি ছিল না।

মনে পড়ে?
তারপর আমরা
জোড়া পুকুরের আল ধরে হাঁটতে লাগলাম,
আনমনে তোমার কথা শুনতে শুনতে চলেছিলাম
জলমনে বুদবুদ কাটছিল
হঠাৎই তুমি আবিষ্কার করলে
পুকুর ভরা লাল শাপলার বুকে
একটি ছোট নীল পদ্মকুঁড়ি।

তুমি কোনও কথাই শুনলে না–
উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে কোমর ভাঙা জল ছেঁচে
বললে, ‘তাঁর প্রিয় ফুলটি।
এসো আমরা সই পাতাই
পদ্মকুঁড়ি পদ্মকুঁড়ি, পদ্ম আমার সই।
পদ্মমনের সকল কথা তোমার কাছে কই
আজ থেকে আমরা সই পদ্মকুঁড়ি।’

তোমার শূন্যতায় অলক্ষ্যে আমার পাত্র পূর্ণ হয়েছে,
তুমি জানতেও পারলে না।
তোমার আকাঙ্ক্ষা, তোমার স্বপ্ন, তোমার সব্যসাচী

BANGLADARSHAN.COM

সেদিনই আমার আঁচলে ধরা দিয়েছিল
সঙ্গে এনেছিল নীল পদ্মবন
যার পত্রশোভায় দীঘি এখন শ্বাসরুদ্ধ প্রায়
সব্যসাচী তার নামের যোগ্য প্রমাণ দিয়েছে।

শহরের অসীম, ক্ষমতাশালী ব্যক্তিত্ব সে আজ
বাণিজ্য, বাহন, ব্যবসা, পঞ্চ-মকার, কামিনী, কাঞ্চন
সব কিছুতেই সে বর্দ্ধিষ্ণু
পদ্মবনের সুবাস আহরণে
তার ঘ্রাণশক্তি ব্যর্থ আজ
তার যে পায়ের তলায়
মাটি ছিল না, আমি বুঝিনি,
অন্ধের মতো প্লেটোনিক ভালোবাসা খুঁজেছিলাম।

তোমাকে আজ দেখার পর বাষ্পের মত কথাগুলি
ঝাঁঝির ঝালর কেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে
তোমায় ডাকিনি পাছে অচেনা সুর নতুন করে বাজে
আমি ভালো নেই মৃণালিনী
অশ্রুর সাগরে ভাসিয়ে দিলেও
দীঘির আর মুক্তি নেই।

BANGLADARSHAN.COM

# হারানো স্বপ্ন

স্বপ্ন পারদ গেছে শুকিয়ে
প্রতিবিম্বেরা আর হাসে না আসে না যথেচ্ছতায়
বুকের পাঁজর সিঁড়ি গুড়িয়ে,
তারা নেমে গেছে সার বেঁধে
অতল কারার কারুকার্যে
মৃত শব জেগে ওঠে
চতুষ্কের মাঝে দেখো ধেয়ে যায়
মৃত্যু পিপীলিকাসম গ্রাস করে সত্তাহীন স্বাধীনতা
ইতিহাসে পথ তার হয় না কখনও উর্দ্ধগামী
ক্রমশ সে নিয়ে চলে অবরোহী গতি চিরতরে
দুঃস্বপ্ন জেগে থাকে স্বপ্নের জিয়ন কাঠি নিয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥